



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ২০ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
 ISSUE-1 8th October 2026 Thursday KRC Times East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
 সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
 ₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
 info@krctimes.org

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর শ্রীভূমি পুলিশ, লীনা দোলের প্রশংসা কৃষ্ণেন্দুর

শ্রীভূমি : মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় শ্রীভূমির এসএসপি লীনা দোলের প্রশংসা করলেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল ও সাংসদ কৃপানথ মালহা। বুধবার নবনির্মিত এসএসপি কার্যালয়ের দ্বারোদ্বাটন অনুষ্ঠানে তাঁরা বলেন, যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে পুলিশকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পূজার্চনা ও নারকেল ফাটিয়ে কার্যালয়ের দ্বারোদ্বাটন করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে থানাগুলির পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথাও উঠে আসে। মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। এসএসপি লীনা দোলে জানান, জেলাবাসীর স্বার্থে পুলিশ নিরন্তর কাজ করছে।

মোদীর ২৫ বছরের নেতৃত্বে বদলেছে দেশ, সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি : নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে বুধবার গুয়াহাটিতে তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যাত্রার নানা দিক তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। খানাপাড়ার জ্যোতি-বিশ্ব আন্তর্জাতিক কলা মন্দিরে বিজেপির অসম শাখা আয়োজিত ‘বিকশিত ভারত সংকল্প’ সভায় মোদীর নেতৃত্বে গুজরাত ও দেশের উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে ‘সেবা জ্যোতি কলশ যাত্রা’র সূচনাও করা হয়। দিল্লির মূল অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বক্তব্যের সরাসরি



সম্প্রচার শোনে দলীয় নেতা-কর্মীরা। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিমন্ত বলেন, ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব

নেওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মোদীর দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। অসম প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বগীবিল ও ধলা-শদিয়া সেতু, কলিয়াভোমোরার দ্বিতীয় সেতু, মাজুলি-যোরহাট ও ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সংযোগ এবং জাগীরোডের সেমিকন্স্ট্রাক্ট প্রকল্পের উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, মোদী সরকারের আমলে উত্তর-পূর্বে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি এসেছে।

লক্ষীপুরে বেপরোয়া ট্যাক্সারের ধাক্কায় মৃত্যু অন্তঃসত্ত্বা মহিলার

লক্ষীপুর : মণিপুরের দিক থেকে শিলচরগামী বেপরোয়া ওয়েল ট্যাক্সারের ধাক্কায় মৃত্যু হল আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক উপজাতি মহিলার। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত লবনখাল এলাকায় ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম মেরী লালহিমপুই (৩১)। ঘটনায় তাঁর স্বামীও আহত হয়েছেন। জানা যায়, বুধবার সকালে স্বামীর সঙ্গে স্কুটিতে করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার জন্য ফুলেরতলের দিকে যাচ্ছিলেন মেরী। সেই সময় মণিপুরের দিক থেকে আসা শিলচরগামী একটি ওয়েল ট্যাক্সার দ্রুতগতিতে পিছন থেকে তাঁদের স্কুটিতে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় দু'জনেই ছিটকে পড়েন। মেরী সড়কের উপর পড়ে গেলে ট্যাক্সারটি ফের তাঁকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর স্বামী রাস্তার পাশের একটি ঘরের বারান্দায় গিয়ে পড়েন এবং আহত হন। তবে তাঁর অবস্থা সঙ্কটমুক্ত বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাঁশকান্দি থানার ইনচার্জ জাতীয় সড়কে নাকাবন্দি করে এমএন-০১এএ-৪১৮০ নম্বরের ট্যাক্সারটি আটক করেন। চালককেও হেফাজতে নেয় পুলিশ।



সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রস্তুত হাইলাকান্দি প্রশাসন

হাইলাকান্দি : সরকারি জমি দখলমুক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও উড়ালপুল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিতে সক্রিয় হল হাইলাকান্দি প্রশাসন। বৃহস্পতিবার লালা থানার অন্তর্গত আইনাখাল তিনআলি এলাকায় বিধায়ক ড. মিলন দাস ও জেলা আয়ুক্ত জয় বিকাশ যৌথ ভাবে পরিদর্শন ও জমি জরিপ করেন। অভিযোগ, ওই এলাকায় সরকারি জমি দখল করে একাংশ দোকানপাট ও বসতবাড়ি নির্মাণ করায় সড়ক নির্মাণের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় বিধায়ক ও জেলা আয়ুক্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং

সরকারি জমি দখলের পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন। উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে দখল করে রাখা সরকারি জমি খালি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। পরে বিধায়ক ড. মিলন দাস জানান, প্রস্তাবিত সড়কটি আইনাখালকে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে। পাশাপাশি এলাকায় একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। সড়ক ও উড়ালপুল নির্মাণের কাজে যাতে কোনও বাধা না আসে, সে জন্য আগাম সরকারি জমি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মণিপুরে কোডিন সিরাপ পাচারচক্রের হদিশ

গুজরাট থেকে ‘কিংপিন’ গ্রেফতার

ইস্ফল : কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপ বেআইনি ভাবে সংগ্রহ ও আন্তঃরাজ্য সরবরাহের অভিযোগে একটি চক্রের হদিশ পাওয়ার দাবি করল মণিপুর পুলিশ। ঘটনায় ইস্ফলের এক ওয়ুধ ব্যবসায়ীকে গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানে মোট ৮,৬৩৮ বোতল কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। ধৃত নংথমবাম জেমসজিত ওরফে থোই ইস্ফল পশ্চিমের নাওরেমথং বাজারের ‘কাংলা ড্রাগস অ্যান্ড সার্জিক্যাল ফার্মেসি’র মালিক। তাঁকে আন্তঃরাজ্য সরবরাহচক্রের অন্যতম মূল হোতা বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। ৬ অক্টোবর রাতে আহমেদাবাদ থেকে তাঁকে



একটি স্কুটার ও তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। পরবর্তী তদন্তে নদীর তীরবর্তী একটি এলাকায় ৫২টি বাস্ত্রে রাখা আরও ৮,৩২০ বোতল সিরাপ উদ্ধার হয়। প্রতিটি বোতলে ছিল ১০ মিলিগ্রাম কোডিন ফসফেট। কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ সিরাপ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং আন্তঃরাজ্য চক্রে আরও কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গ্রেফতার করে চার দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে মণিপুরে আনা হয়েছে। ৪ অক্টোবর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী ইস্ফল পূর্বে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তাঁদের কাছ থেকে ৩১৮ বোতল ‘চকো’ কাশির সিরাপ, একটি মাইলদ্রা এক্সইউভি, একটি স্কুটার ও তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়।

রেল ফ্লাইওভারে ফ্লাইওভার থেকে প্রাক্তন বিটিসি প্রধানের পিএ-র দেহ উদ্ধার, তদন্ত

কোকরাঝাড় : কোকরাঝাড়ের খড়গাঁও এলাকায় নির্মায়মাণ রেল ফ্লাইওভার থেকে ৪৭ বছরের মহেশ ব্রহ্মের বুলস্তু দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তিনি প্রাক্তন বিটিসি প্রধান হাথামা মহিলারির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা ফ্লাইওভার থেকে দড়িতে বুলস্তু অবস্থায় মহেশের দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার সন্ধান খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে তাঁকে খুন করে দেহ বুলিয়ে দেওয়া



হয়েছিল কি না, সেই সন্ধাননাও তদন্তকারীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। পরিবারের সদস্যরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বিটিসির কার্যনির্বাহী সদস্য প্রকাশ বসুমতারিও ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানান। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে। তদন্ত চলছে।



কোচিং কারখানা!

ভারতের কোচিং-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই একটি সহজ স্বপ্ন বিক্রি করে আসছে; আরও বেশি পড়ুন, আরও বেশি পরিশ্রম করুন, সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয়। কিন্তু বাস্তবের অঙ্কটি এত সরল নয়। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী কয়েক হাজার কাঙ্ক্ষিত আসনের জন্য প্রতিযোগিতায় নামছে। আর সেই সীমিত সুযোগের বাজারেই ফুলেফোঁপে উঠছে হাজার হাজার কোটি টাকার কোচিং ব্যবসা। এই ব্যবস্থার মানবিক মূল্য এখন আর উপেক্ষা করার মতো নয়। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী বাড়ি ছেড়ে পাড়ি দেয় কোটা, দিল্লি, পাটনা কিংবা এখন ক্রমশ গুয়াহাটীর দিকে। সঙ্গে থাকে বই, স্বপ্ন এবং পরিবারের সঞ্চয়। লক্ষ্য একটাই; NEET, JEE কিংবা অন্য কোনও সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত র‍্যাঙ্ক। কিন্তু সমস্যা হল, কোচিং প্রতিষ্ঠান পরিশ্রমের নিশ্চয়তা দিতে পারে, আসনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। প্রায় ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET এ বসে। তাঁদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে MBBS-এর আসন প্রায় ৮২ হাজার। এই অঙ্কই বলে দেয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থী তাঁদের প্রত্যাশিত ফল পাবেন না। অথচ কোচিং শিল্পের বিপণন কৌশল প্রায় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বোঝায়; সফলদের তালিকায় আপনিও থাকতে পারেন।

এই দ্বন্দ্বই ভারতের কোচিং-সংকটের কেন্দ্রে।

কোচিং নিজে কোনও অপরাধ নয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ অনেক ছাত্রছাত্রীরই কাজে লাগে। সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন কোচিং শিক্ষার সহায়ক ব্যবস্থা না থেকে নিজেই একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়; যেখানে নম্বর, র‍্যাঙ্ক এবং সাফল্যই হয়ে ওঠে একজন কিশোরের আত্মপরিচয়ের মাপকাঠি। দেশের ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান এই বৃহত্তর সংকটের ভয়াবহতা সামনে আনে। NCRB-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতে ১৩,৮৯২ জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছে; এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই মৃত্যুগুলিকে শুধুমাত্র কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করা অবশ্যই ভুল হবে। পারিবারিক প্রত্যাশা, পরীক্ষার প্রতিযোগিতা, সামাজিক চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা; সবই এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাই বলে কোচিং শিল্পের দায়ও অস্বীকার করা যায় না।

কোটা এই সমস্যার সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টি আর রাজস্থানের একটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গুয়াহাটিও দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কোচিং-কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে। অসমের পাশাপাশি ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়-সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখন কোচিংয়ের জন্য গুয়াহাটি তো বটেই, কোটা এবং অন্যান্য শহরেও যাচ্ছে। জাতীয় স্তরের বড় কোচিং সংস্থাগুলি দ্রুত তাদের অফলাইন কেন্দ্র বাড়িয়েছে। অন্যদিকে অনলাইন কোচিং শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করার পাশাপাশি এই ব্যবসার পরিধিও বহুগুণ বাড়িয়েছে। কোচিং ব্যবসা লাভজনক হলেই আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা তখনই, যখন গোটা ব্যবসার ভিত্তি এমন একটি পরীক্ষাব্যবস্থা, যেখানে সুযোগের তুলনায় প্রত্যাশা বহুগুণ বেশি। প্রশ্নটা তাই হওয়া উচিত; কোচিংয়ের বিশাল বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে কয়েকজন সফল ছাত্রছাত্রীর ছবি দেখা যায়, কিন্তু যারা সফল হল না, তাদের কথা কোথায়? বিজ্ঞাপনে সাফল্য ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। ব্যর্থতা যেন ব্যক্তিগত অপরাধ।

এই মানসিকতাই বিপজ্জনক। একজন ছাত্রকে যখন বারবার বোঝানো হয় যে অন্য কেউ একই পরীক্ষায় সফল হয়েছে, অতএব সে সফল না হলে তার পরিশ্রমই কম ছিল; তখন শিক্ষা ধীরে ধীরে আত্মমর্যাদার পরীক্ষায় পরিণত হয়। কৈশোরের জন্য এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টও বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করেছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে আদালত কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করা, প্রকাশ্যে অপমান করা কিংবা অসহনীয় মাত্রায় একাডেমিক চাপ তৈরি করার মতো প্রবণতা বন্ধ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বড় কোচিং প্রতিষ্ঠানে যোগ্য কাউন্সেলর রাখার পাশাপাশি হেল্পলাইন নম্বর প্রদর্শনের কথাও বলা হয়েছে। নীতিটি পরিষ্কার; যে প্রতিষ্ঠানগুলি হাজার হাজার তরুণের দৈনন্দিন জীবন, পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করছে, তাদের শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে চলবে না।

কিন্তু আসল সমস্যা প্রয়োগে। অসম ইতিমধ্যেই এই ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ করেছে। ২০২৫ সালের Assam Coaching Institutes SControl and Regulation Act কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলির রেজিস্ট্রেশন, ফি, শিক্ষক, পরিকাঠামো-সহ বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ সরকারও স্বীকার করেছে যে ক্রমবর্ধমান কোচিং-বাজারে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সুরক্ষা প্রয়োজন।

নারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা নয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন

পুনম আই. কৌশিক

৪ আগস্ট, রাত প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট : থ্রেটার নয়ডা থেকে দিল্লির দিকে ৪৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া একটি চলন্ত স্লিপার বাসে এক নাবালিকার সঙ্গে ধর্ষণ করা হয়। অথচ পুলিশ মাঝপথে বাসটিকে থামাতেও পারেনি। ২১ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ৩০ মিনিট: দিল্লির আস্থা কুঞ্জ পার্কে এক কিশোরীর সঙ্গে গণধর্ষণ করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর, রাত প্রায় ১টা: পাঞ্জাবের লভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি (এলপিইউ)-র গার্লস হস্টেলে এক ছাত্রীর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। ১ অক্টোবর, রাত প্রায় ২টা ৩০ মিনিট: গুয়াহাটীর একটি নাইট ক্লাবে এক নারীকে বিবস্ত্র করে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীলতাহানি করা হয়।

নির্ভয়া কাণ্ডের ১৩ বছর পর আমরা শেষ পর্যন্ত কী শিখলাম? সম্ভবত কিছুই নয়; শুধু এটুকু যে নারীদের নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য ক্রমাগত নতুন নতুন নির্দেশ দিয়ে যেতে হবে। রাতে একা বেরোবেন না। ক্যাবে ওঠার আগে তার তথ্য কাউকে জানিয়ে রাখুন। ‘উসকানিমূলক’ পোশাক পরবেন না। মদ্যপান করবেন না। নির্জন পথ দিয়ে যাবেন না। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবেন না। সঙ্গে পেপার স্ট্রে রাখুন। আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নিন। ১১২ নম্বরে ফোন করুন। সতর্ক থাকুন।

নারীদের জন্য জারি করা এই ‘করবেন না’ ধরনের নির্দেশের তালিকা এখন এতটাই দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে নারীদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ‘কী করা উচিত’; তার তালিকাও তার কাছে ছোট হয়ে গেছে। এবার যথেষ্ট হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অপরাধ প্রতিরোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাছ থেকে সরিয়ে নারীদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ধর্ষণ, যৌন হামলা বা স্ত্রীলতাহানির পর প্রশ্ন ওঠে; নারীটি কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন, কার সঙ্গে ছিলেন এবং সেখানে কেন গিয়েছিলেন? বছরের পর বছর নারীদের শেখানো হচ্ছে কীভাবে বিপদ এড়াতে হবে, অথচ অস্বস্তিকর প্রকৃত প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে; নারীদের চারপাশের পরিবেশ অনিরাপদ কেন? বিপদ কেন বারবার তাঁদের পিছু নেয়? নারীদের নিরাপত্তাকে ব্যক্তিগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয় কেন করে তোলা হয়েছে? শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন যাপন করার আগে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের হিসাব কেন করতে হবে?

নিজেকে আধুনিক গণতন্ত্র বলে দাবি করা একটি দেশ আর কতদিন নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধের দায়িত্ব নারীদের ওপর চাপিয়ে রাখবে? একটু ভেবে দেখুন; ভারতে প্রতিদিন ৮০টিরও বেশি ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হয়। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫১টি এফআইআর দায়ের হয় এবং প্রতি মাসে গড়ে ২,৪০০ থেকে ২,৭০০টি ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসে। গার্হস্থ্য হিংসা, হামলা ও অপহরণ যোগ করলে এই সংখ্যা প্রতি মাসে প্রায় ৩৬,০০০-এ পৌঁছে যায়। উদ্বেগের বিষয় হল, দিল্লিতে অপরাধের হার সবচেয়ে বেশি এবং সেখানে গড়ে ১০০টিরও বেশি ধর্ষণের মামলা সামনে আসে।

কাগজে-কলমে ভারত নারীদের নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। সমস্যা হল, সেই কাঠামোকে রাস্তায় কার্যকরভাবে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। আইনে সংশোধন হয়েছে, ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গড়ে উঠেছে, হেল্পলাইন ও জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা চালু হয়েছে; কিন্তু আইনি পরিবর্তন নারীদের জীবনে নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য অনুভূতিতে পরিণত হয়নি।

মূল প্রশ্নটি এখনও একই; কোনও নারী কি প্রতিনিয়ত বিপদের আশঙ্কা মূল্যায়ন না করে কোথাও যাতায়াত করতে পারেন? এমন নিরাপত্তা কেমন, যার শুরুই হয় তাঁর স্বাধীনতা সীমিত করার মাধ্যমে? দুর্ভাগ্যবশত, নারীদের নিরাপত্তা এখন তাঁদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে পরিণত হয়েছে, অথচ প্রতিষ্ঠানগুলিকে নারীদের নিরাপত্তার চেয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে বেশি চিন্তিত বলে মনে হয়। পুলিশের দায়িত্ব শুধু সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া

জানানো বা তদন্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বিচারপ্রক্রিয়া ও দোষী সাব্যস্ত হওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের হাতে সতর্ক থাকার আর একটি পোস্টার ধরিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এর থেকেও বড় সমস্যা হল জবাবদিহি। প্রতিটি ভয়াবহ অপরাধের পর স্কোভ ছড়িয়ে পড়ে। নেতারা ঘটনার নিন্দা করেন, পুলিশ গ্রেফতারের ঘোষণা করে, কমিটি গঠিত হয় এবং ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর কেউ আর জিজ্ঞাসা করে না; তদন্ত শেষ হয়েছে কি না? প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? মামলা এগিয়েছে কি না? সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কি না? দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কি না?

যে বিচারব্যবস্থার শুরু হয় স্কোভ দিয়ে এবং শেষ হয় বিশ্বাসিত, তা অপরাধীদের মনে ভয় সৃষ্টি করতে পারে না। শাস্তির ভয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শাস্তি হতে হবে নিশ্চিত, সময়বদ্ধ এবং আইনসম্মত; শুধু কাগজে কঠোর হলেই হবে না। তাই নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ককে কেবল কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তার কার্যকর বাস্তবায়নের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

প্রশাসনের মূল্যায়ন এই ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয় যে তারা কতগুলি আইন তৈরি করেছে, বরং এই ভিত্তিতে হওয়া উচিত যে প্রয়োজনের সময় কোনও নারী বাস্তবে সেই আইনগুলির ওপর ভরসা করতে পারেন কি না। সরকারের মতে, ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত নির্ভয়া তহবিলের জন্য বরাদ্দ ৭,৭১৩ কোটি টাকার মধ্যে ৫,৮৪৬ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আসল মাপকাঠি ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ নয়; বরং এই প্রকল্পগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে, কতগুলি অনিরাপদ স্থান নিরাপদ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি কতগুলি পরিমাপযোগ্য ফলাফল দিতে পেরেছে। অর্থের হিসাব দিতে হবে এবং তার ফলাফলও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

নারীদের সতর্কতার আর একটি উপদেশের প্রয়োজন নেই। তাঁদের দরকার আলোকিত রাস্তা। নজরদারিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এমন পুলিশ, যারা সময়মতো সাড়া দেবে। এমন তদন্তব্যবস্থা, যেখানে না থাকবে গাফিলতি, না থাকবে তদন্তকে প্রভাবিত করার সুযোগ। এমন আদালত, যেখানে বছরের পর বছর চলা তারিখের ভিড়ে বিচার হারিয়ে যাবে না। এবং এমন প্রতিষ্ঠান, যারা জানবে যে ব্যর্থতার জন্যও জবাবদিহি করতে হবে। প্রযুক্তি সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এটি কোনও জাদুর কাঠি নয়। নজরদারি করার কেউ না থাকলে সিসিটিভি ক্যামেরা অর্থহীন। জরুরি নম্বরে ফোন করেও যদি সাহায্য পৌঁছাতে অতিরিক্ত সময় লাগে, তবে সেই নম্বরও অর্থহীন হয়ে পড়ে। লোকেশন শেয়ারিং অ্যাপ পরিবারকে আশ্বস্ত করতে পারে, কিন্তু তা সক্ষম সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হতে পারে না। নিঃসন্দেহে, সবচেয়ে কঠিন সংস্কার হল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনা। ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে, স্কুলে এবং কর্মক্ষেত্রে সীমারেখা, সম্মতি ও জবাবদিহিকে সম্মান করতে শেখাতে হবে। যারা নারীদের স্বায়ত্তশাসন লঙ্ঘন করে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একদিকে আমরা নারীদের সমান নাগরিক বলব, আর অন্যদিকে তাঁদের জন্য আলাদা ধরনের কারফিউ মেনে চলার প্রত্যাশা করব; এটা হতে পারে না। মধ্যরাতে বাড়ি ফেরা একজন যুবক সাধারণত নিজের স্বাধীনতা ব্যবহার করছেন বলে বিবেচিত হন। কিন্তু একই সময়ে বাড়ি ফেরা একজন তরুণীকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়; ততুঁমি বাইরে কেন ছিলে? দ এই দ্বৈত মানদণ্ডের শুরু হয় বাড়ি থেকে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মেয়েদের এমনভাবে বড় করা উচিত নয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তারা যেন অপরাধের শিকার না হয়; বরং ছেলেদের এমনভাবে বড় করতে হবে, যাতে তারা অপরাধীই না হয়। বিভ্রমনার বিষয় হল, ভারত নারীদের কীভাবে অপরাধের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে হবে তা শেখাতে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু অপরাধীদের ধরতে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং জনপরিষরকে নিরাপদ রাখতে এখনও ততটা সক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি।

মোদির ২৫ বছরের জনসেবা পূর্তিতে শিলচরে ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’

শিলচর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসেবার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে আয়োজিত মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর অংশ হিসেবে বুধবার শিলচরে অনুষ্ঠিত হল ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’। কাছাড় জেলা বিজেপির উদ্যোগে শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। সভার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আসা ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’ও ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বের হওয়া কলস যাত্রাগুলি এদিন শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছায়। এরপর অগণিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে শুরু হয় ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুরুবেদ্য, রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রাই, রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ ও সুস্মিতা দেব, বিধায়ক ডা. রাজদীপ রায়, রাজদীপ গোয়ালা, কিশোর নাথ ও অমিয় কান্তি দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

কর্মসূচিতে সেবা, জনকল্যাণ এবং রাষ্ট্র নির্মাণের সংকল্পকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’ কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর পর কর্মসূচি আরও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দেশ ও সমাজের সেবার পাশাপাশি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনের লক্ষ্যে সংকল্প ও শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। বক্তারা ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

মন্ত্রী কৌশিক রাই বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে নরেন্দ্র মোদির সরকারে দায়িত্ব পালনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে এই বিশেষ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মোদি। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাঁর নেতৃত্বে শক্তিশালী ও উন্নত ভারত গঠনের সংকল্প নেন শিলচর-কাছাড়ের বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

মণিপুর-মায়ানমার সীমান্তে ৫৫ কিমি বেড়া সম্পূর্ণ, আরও ৮০ কিমিতে চলছে কাজ : মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ

ইক্ষফল : মণিপুরের ২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের মধ্যে ৫৫ কিলোমিটার অংশে বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও ৮০ কিলোমিটার এলাকায় কাজ চলছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। কাংলা ফোর্টে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্তে বেড়া নির্মাণ প্রকল্পে আনুমানিক ৩,২২৩ কোটি টাকা খরচ হবে। আরও ৮০ কিলোমিটার অংশে ইতিমধ্যে বেড়ার পিয়ার নির্মাণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, মণিপুরের পাঁচটি জেলা;চুড়াচাঁদপুর, চন্দেল, কামজং, তেংনৌপাল এবং উখরুল;মিয়ানমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই পাঁচ জেলার মোট সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৩৯৮ কিলোমিটার। এর মধ্যে কামজং জেলাতেই প্রায় ১০৯ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।



আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবেই বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে বলে জানান খেমচাঁদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন জনসেবাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে তিনি মণিপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তামেংলং জেলার খোংসাং পর্যন্ত রেল যোগাযোগ পৌঁছেছে। এর ফলে দুর্গম এলাকাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার

পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহও সহজ হয়েছে। তিনি জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও উল্লেখ করেন। খেমচাঁদের দাবি, এটি দেশের প্রথম এবং একমাত্র এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি পাহাড়ি জেলা চুড়াচাঁদপুরে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, একসময় রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের আওতায় থাকা মানুষের হার ছিল প্রায় ৬ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরে চলা অশান্তির মধ্যে শান্তি ফেরানোর প্রসঙ্গও উঠে আসে খেমচাঁদের বক্তব্যে। বক্তব্য রাখেন রাজ্যসভার সাংসদ এ শারদা দেবীও। তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি।

‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’! প্রধানমন্ত্রী মোদির ২৫ বছর পূর্তিতে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাইলাকান্ডিতে

হাইলাকান্ডি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে হাইলাকান্ডিতে বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’। জেলা বিজেপির উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজের খেলার মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। পবিত্র কলস পূজা এবং পরে শহরজুড়ে



কলস যাত্রাকে ঘিরে দিনভর উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক ড. মিলন দাস। তিনি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ-সভানেত্রী

মুন সোণোয়াল, হাইলাকান্ডি জেলা বিজেপির সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল পবিত্র কলস পূজা ও কলস যাত্রা। পূজা শেষে বিধায়ক ড. মিলন দাস মাথায় পবিত্র কলস তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শোভাযাত্রার সূচনা করেন। সঙ্গে বহু মহিলাও কলস নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি হাইলাকান্ডি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই শহরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’ কার্যত বড় জনসমাগমের রূপ নেয়।

ত্রিপুরায় ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ, তিপ্রা মথার সঙ্গে জোট পুনর্বিবেচনার দাবি বিজেপির

আগরতলা : ত্রিপুরার টিটিএএডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শাসক জোটের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার বেলোনিয়া মহকুমার মনপাথর এলাকায় জাতীয় সড়ক-৮ অবরোধ করে টিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির একাংশ। একই সঙ্গে টিপ্রা মথার সঙ্গে দলের জোট পুনর্বিবেচনার দাবিও উঠেছে।

বুধবার মনপাথরের কাছে এনএইচ-৮ অবরোধ করেন বিজেপির জনজাতি মোর্চার একাংশের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, গত দুদিনে বেলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তাঁরা।

অবরোধস্থলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিজেপির জনজাতি মোর্চার এক প্রবীণ নেতা টিপ্রা মথার বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর দাবি, টিপ্রা মথার দুই মন্ত্রীকে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি



বিজেপি ও দলের শাখা সংগঠনগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

ওই নেতা বলেন, বিজেপি দীনদয়াল উপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ এবং জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তাঁর বক্তব্য, দলের অন্য কোনও ‘সহযোগী’ দলের প্রয়োজন নেই। টিপ্রা মথার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্ব ও মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার কাছে আবেদন জানান তিনি। অভিযোগ ওঠা হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। এর আগে ৭ অক্টোবরও একই এলাকায় বিজেপি সমর্থকেরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

পরিবেশ মূল্যায়ন কমিটিতে অধ্যাপক পার্থকর চৌধুরী

শিলচর : অসম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের মুকুটে আরও একটি পালক। রাজ্যের পুনর্গঠিত রাজ্যস্তরের বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বা এসইএসি-তে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পার্থকর চৌধুরী। তাঁর এই নিয়োগে রাজ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব আরও জোরালো হল।

বাস্তুবিদ্যা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে অধ্যাপক চৌধুরীর। বিশেষ করে বরাক উপত্যকার সমৃদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা রয়েছে। ফলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়নে তাঁর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস আধিকারিক যতীন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি রাজ্যস্তরের পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বা এসইআইএএ-কে বিভিন্ন পরিবেশগত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ও সুপারিশ দেবে। পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে এমন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব খতিয়ে দেখা এবং সেগুলির পরিবেশগত দিক মূল্যায়ন করাই কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

গত ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তির পর অসম সরকার এই কমিটি পুনর্গঠন করেছে।

কাশ্মীর থেকে বাংলায় ৬০০ বাংলাদেশি, শুরু ‘পুশব্যাক’ প্রক্রিয়া



কলকাতা : জম্মু ও কাশ্মীরে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের শনাক্ত করে তাঁদের বাংলায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৬০০ বাংলাদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম দফায় ১৫০ জনকে বায়ুসেনার বিমানে করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিএসএফ।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে প্রায় ১৫ হাজার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকার তথ্য সামনে এসেছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিক ছাড়াও রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য দেশের নাগরিক থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ৬০০ বাংলাদেশিকে নথিপত্র ও পরিচয় যাচাইয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

প্রথম দফায় ১৫০ বাংলাদেশিকে বায়ুসেনার বিমানে করে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আনা হয়। সেখান থেকে বিএসএফ তাঁদের সড়কপথে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়ে যায়। চ্যাংরাবান্ধা, হিলি এবং মালদহ সীমান্ত দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে

ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবারের মধ্যে আরও ১৫০ জনকে কাশ্মীর থেকে বাংলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তী দুই দফায় আরও ৩০০ জনকে নিয়ে এসে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্রের দাবি, উত্তরবঙ্গের সীমান্তের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের গেদে ও বেনাপোল সীমান্ত ব্যবহার করে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়েও আলোচনা চলছে। তবে কোন সীমান্ত দিয়ে কাদের ফেরত পাঠানো হবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন।

গোয়েন্দাদের মতে, গত কয়েক বছরে দালালচক্রের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিক ও রোহিঙ্গাদের একটি অংশ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের কেউ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়, আবার কেউ কাজের সন্ধানে জম্মু ও কাশ্মীরে পৌঁছে যায়। সেখানে অনেকে নির্মাণ শ্রমিক, দোকানকর্মী বা রেস্টোরাঁকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করে বলে গোয়েন্দা সূত্রের দাবি।

গোয়েন্দাদের আরও অভিযোগ, এই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

যন্ত্রের মন্ত্রে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে বিরোধী ‘ইন্ডি’ জোটের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার যন্ত্রের মন্ত্রের কাছে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশকর্মীদের নিগ্রহ এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ।



জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে মঙ্গলবারের পর বুধবারও দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভে নামে বিরোধী জোট। দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে বিরোধী সাংসদদের মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান। সেই কর্মসূচির পর রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেন, জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরানো না পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এরপর বিরোধী সাংসদরা বাসে করে যন্ত্রের মন্ত্রের উদ্দেশে রওনা দেন।

তবে যন্ত্রের মন্ত্রে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। পুলিশের বাধার মুখে বাসের ছাদেই দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। পরে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একসময় রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যান অন্য সাংসদরাও। পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পুলিশের অভিযোগ, ওই সময় কয়েক জন বিক্ষোভকারী পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেন এবং সরকারি কাজে বাধা দেন। এই ঘটনাগুলির ভিত্তিতেই একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও কংগ্রেসের বেশ কয়েক জন নেতা, কর্মী ও সমর্থকের নাম এফআইআরে রয়েছে। বিক্ষোভ ঘিরে সাংসদ ও নেতা-সহ মোট ৯১ জনকে আটক করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে।

কৃষ্ণসাগরে ভারতীয় নাবিক থাকা

জাহাজে ড্রোন হামলা

মস্কো : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে শান্তির বার্তা দিয়ে আসছে ভারত। এর মধ্যেই কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ভারতীয় নাবিক থাকা একটি বাণিজ্যতরীতে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে নয়াদিল্লি। রুশ সরকারের দাবি, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী তেলবাহী ট্যাঙ্কারটিতে ২৩ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। সোচির কাছে কৃষ্ণসাগরে জাহাজটির উপর একটি ড্রোন আছড়ে পড়লে আগুন ধরে যায়। পরে জাহাজে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে সাম্প্রতিক একের পর এক হামলার কড়া নিন্দা করছে ভারত।

২৫ বছর পূর্ণ মোদির প্রশাসনিক জীবনে, প্রশংসায় ওমর আবদুল্লাহ



শ্রীনগর : গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ২৫ বছর পূর্ণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন তিনি। টানা ১৩ বছর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন মোদি। সেই হিসাবে বুধবার প্রশাসনের শীর্ষে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার ২৫ বছর পূর্ণ হল। মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার প্রশংসা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। বুধবার শ্রীনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, টানা ২৫ বছর নির্বাচনী সাফল্য ধরে রাখা এবং জাতীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছানো মোটেই সহজ কাজ নয়। তাঁর মতে, তিনি এমন কিছু তো করেছেনই, যার ফলস্বরূপ ওঁকে টানা ২৫ বছর ধরে কেন্দ্র ও নিজের রাজ্যের মানুষ সমর্থন দিচ্ছেন।

ওমর আরও বলেন, ২৫ বছর ধরে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। মানুষ বারবার মোদিকে ভোট দিয়েছেন এবং সেই

ধারাবাহিকতার ফলেই তিনি জাতীয় রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে এবং তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। তবে মোদির রাজনৈতিক সাফল্যের প্রশংসার পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও সরব হন ওমর। বিশেষ করে ভোটের তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে অনিয়মের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি প্রক্রিয়াটি নিয়ে উদ্বেগ জানান।

এদিকে, মোদির প্রশাসনিক জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলককে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুধবার আয়োজিত ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভায়’ প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে ‘উই উইল ডু ইট’ সঙ্কল্প। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের লক্ষ্য তুলে ধরে মোদি বলেন, আগামী দিনে ভারত তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করবে।

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে ফের নিশানা ভারতের, ২৬/১১-পহেলগাঁও স্মরণ করিয়ে কড়া বার্তা

নিউইয়র্ক : রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ফের পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ করল ভারত। বুধবার ‘রাইট অফ রিপ্লাই’ প্রয়োগ করে নয়াদিল্লির অভিযোগ, জেইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে তাদের রাষ্ট্রীয় মদতের বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা করছে। ভারতের স্পষ্ট বার্তা, ২৬/১১ মুম্বই হামলা কিংবা পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসী হামলার কথা বিশ্ববাসী ভুলে যায়নি।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ কমিটিতে ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের পদক্ষেপ’ নিয়ে আলোচনার সময় পাকিস্তানের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি রঘু পুরি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ঘোষণা বা কথার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। জেহাদি কর্মকাণ্ডের হোতা, আর্থিক মদতদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে কঠোর

ব্যবস্থা নেওয়াই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার প্রকৃত পথ। রঘু পুরির অভিযোগ, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও রাষ্ট্রসংঘের এই কমিটির সামনে থাকা মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। তাঁর প্রশ্ন, কোনও রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসীদের আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন দেয়, তখন তার পরিণতি কী হতে পারে?

ভারতের প্রতিনিধি আরও বলেন, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম সারির দেশ এবং একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের শিকার হিসেবে তুলে ধরেছে। অথচ তাদের তৈরি করা ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব’ই এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। সেই সন্ত্রাসী শক্তিগুলি প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলা চালানোর পাশাপাশি পাকিস্তানের মাটিতেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

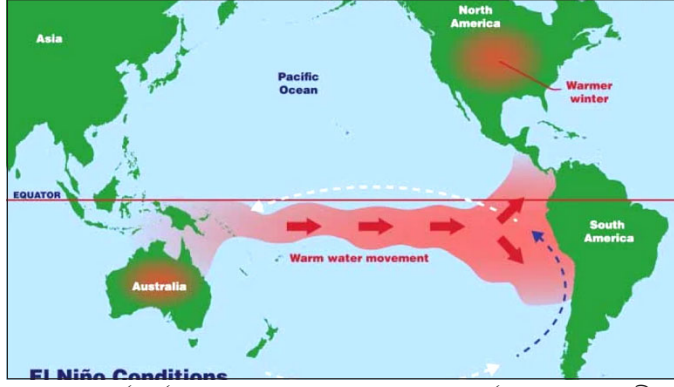
এল নিনোর অশনিসংকেত : ভারতের জন্য কতটা বড় বিপদ?

প্রশান্ত মহাসাগরের জল ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) জানিয়েছে, বর্তমান এল নিনো আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও শক্তিশালী হতে পারে এবং ১৯৫০ সালের পর পর্যবেক্ষণ করা অন্যতম শক্তিশালী এল নিনোতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বের জন্য এটি অবশ্যই উদ্বেগের খবর। কিন্তু ভারতের মতো বর্ষানিবর্ত্ত কৃষি ও বিপুল জনসংখ্যার দেশের কাছে এই সতর্কবার্তার গুরুত্ব আরও বেশি।

এল নিনোকে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের একটি আবহাওয়াগত ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এর প্রভাব হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ভারতের আবহাওয়া, কৃষি, জলসম্পদ এবং অর্থনীতিতেও পৌঁছাতে পারে। বিশেষ করে বর্ষার আচরণে পরিবর্তন ঘটলে তার অভিঘাত সরাসরি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে পড়তে পারে।

ভারতের অর্থনীতি এখনও বর্ষার ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। দেশের কৃষির একটি বড় অংশ সেচের পরিবর্তে মৌসুমি বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। ফলে বর্ষার সময়, পরিমাণ ও বণ্টনে সামান্য অস্বাভাবিকতাও কৃষকদের জন্য বড় সংকট তৈরি করতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী এল নিনো ভারতের বর্ষাকে দুর্বল করার প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত। তবে প্রতিটি এল নিনোর প্রভাব একই রকম হয় না এবং অন্যান্য জলবায়ুগত কারণও ভারতের বর্ষাকে প্রভাবিত করে। তাই এবারও যে সারা দেশে খরা হবেই, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। কিন্তু সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।



কারণ, বর্ষা দুর্বল হলে সবচেয়ে আগে চাপ পড়ে ধান, ডাল, তৈলবীজ, তুলা ও অন্যান্য বৃষ্টিনির্ভর ফসলের ওপর। কৃষি উৎপাদন কমলে শুধু কৃষকের আয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; খাদ্যের দাম বাড়তে পারে, গ্রামীণ চাহিদা কমতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে।

ভারতের মতো বৃহৎ খাদ্যবাজারে আবহাওয়ার অস্থিরতা দ্রুত অর্থনৈতিক সমস্যায় পরিণত হতে পারে। কম বৃষ্টি হলে উৎপাদন কমার আশঙ্কা থাকে, আবার অতিবৃষ্টি হলে মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহে চাপ তৈরি হলে বাজারে দাম বাড়ার সম্ভাবনাও থাকে।

বিশেষ করে চাল, ডাল, সবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে আবহাওয়াজনিত উৎপাদন ঘাটতি সাধারণ মানুষের সংসার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে এল নিনোকে ভারতের নীতি-নির্ধারকদের কাছে শুধু আবহাওয়ার বিষয় হিসেবে নয়, খাদ্যনিরাপত্তা ও মূল্যায়নের সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবেও দেখতে হবে।

এল নিনোর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গেলে দেশের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাতেও চাপ তৈরি হতে পারে। দুর্বল বর্ষা হলে

জলাধার, ভূগর্ভস্থ জল এবং পানীয় জলের উৎসগুলির ওপর নির্ভরতা বাড়বে।

শহরাঞ্চলেও এর প্রভাব পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই দেশের বহু শহর জলসংকটের সঙ্গে লড়াই করছে। দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যদি অনিয়মিত বর্ষা যুক্ত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে পানীয় জল ও কৃষির জন্য জলের প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। এই অঞ্চলের বহু জায়গায় অতিবৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধস যেমন বড় সমস্যা,

তেননই বৃষ্টির দীর্ঘ বিরতিও কৃষি ও জনজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে।

অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা নদী ও বর্ষার ওপর নির্ভরশীল। ফলে জলবায়ুর স্বাভাবিক ছন্দে পরিবর্তন হলে একদিকে যেমন অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়তে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘ শুষ্ক সময় কৃষি ও পানীয় জলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ, এল নিনোর ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য প্রশ্নটি শুধু ‘বৃষ্টি কমবে কি না’ নয়। বরং বৃষ্টির সময়, তীব্রতা এবং বণ্টন কতটা বদলাবে; সেটিই বড় প্রশ্ন।

আরও বড় উদ্বেগের জায়গা হল বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এল নিনো পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থায় নতুন তাপ সৃষ্টি করে না; বরং মহাসাগরে সঞ্চিত তাপের একটি অংশ বায়ুমণ্ডলে মুক্ত করে। কিন্তু যে মহাসাগর থেকে সেই তাপ মুক্ত হচ্ছে, সেটিই এখন পর্যন্ত পরিমাপ করা সবচেয়ে উষ্ণ। আগের এল নিনো ২০২৩ সালকে বিশ্বের দ্বিতীয়

উষ্ণতম বছর এবং ২০২৪ সালকে রেকর্ডের সবচেয়ে উষ্ণ বছর করে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১৮৫০-১৯০০ সালের প্রাক-শিল্প যুগের গড়ের তুলনায় প্রায় ১.৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

এবারও যদি শক্তিশালী এল নিনো দীর্ঘমেয়াদি মানবসৃষ্ট উষ্ণায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে ভারতের বহু অঞ্চলে তাপপ্রবাহ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা আরও তীব্র হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল; ভারত কি এই সম্ভাব্য ঝুঁকির জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এখনই কৃষি, জলসম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কোথায় খরার আশঙ্কা বেশি, কোথায় অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা, কোন ফসলের বিকল্প চাষ করা যেতে পারে এবং কোথায় জল সংরক্ষণ বাড়ানো প্রয়োজন; এসব বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে আগাম পরিকল্পনা জরুরি।

NOMINATE YOUR
FAVOURITE
TEACHER



YOUR VOICE.
YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators
who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA>

www.krcfoundation.org



KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News In-Depth Analysis Expert Opinions
Local & Global Stories Diverse Content

**SCAN TO
EXPLORE
MORE!**

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবসক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

